

## খার্তুম শহরে নীল নদের আশেপাশে – সুদান



সুদান দেখার আগ্রহ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। নাইরোবিতে দুপুর বেলা শহর দেখতে বের হয়েছি, একটা সুভেনিরের দোকানে নানা দেশের পতাকা সাজানো আছে দেখলাম। আমার বেশ শখ ছিল এই পতাকার জন্য। যেসব দেশে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে সেসব দেশের পতাকা কেনার সময় কুয়েতের পতাকা মনে করে ভুলে একটা পতাকা কিনে ফেললাম। পরে দেখি এটা সুদানের পতাকা আর এই দেশে আমি আগে কখনও যাইনি। তখন মনে মনে দেশটা দেখার ইচ্ছে করছিল। এই ইচ্ছেটা পূরণের জন্যই যেন এবার সাউথ সুদানে আসা হল। তবে এই ক'বছরে সুদান দুই ভাগ হয়ে নতুন একটা স্বাধীন দেশ সাউথ সুদানের অভ্যুদয় হয়েছে। নতুন দেশের নতুন পতাকা। সাউথ সুদানে আসার পর মনে মনে ঠিক করে রেখেছি এখান থেকে একটা সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুদান ঘুরে আসব।



১৯৫৬ সালের পহেলা জানুয়ারী ব্রিটেন ও মিসরের কাছ থেকে সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। আয়তনে দেশটা বাংলাদেশের থেকে প্রায় সাতগুণ বড়। এখানকার মুদ্রার নাম সুদানি পাউন্ড। এক ডলারে প্রায় আট পাউন্ড পাওয়া যায়। সুদান উত্তর আফ্রিকার একটা দেশ, এর উত্তরে মিসর, পূর্বে লোহিত সাগর, ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়া, দক্ষিণে সাউথ সুদান ও দক্ষিণ পশ্চিমে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, পশ্চিমে চাঁদ ও উত্তর পশ্চিমে লিবিয়া। নীল নদ দেশটাকে পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করেছে। সুদান একসময় আফ্রিকার সবচেয়ে বড়

রাষ্ট্র ছিল। সাউথ সুদানের স্বাধীনতার পর এখন এটা আলজেরিয়া ও কঙ্গোর পর আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র।

সুদানে আসতে এখন ভিসা লাগে, মাঝে মাঝে ভিসা পাওয়া যায়, কখনো ইচ্ছে হলে এমনিতেই দিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে ভিসা পাওয়া যায় না। যাক ভিসার জন্য কাগজপত্র জমা দিলাম, ভিসা পেলাম তবে এই ভিসাতে কাজ হবে না, এক মাসের সিঙ্গেল এন্ট্রি, আবার এক্সেসিতে মাল্টিপল আর তিন মাসের ভিসার জন্য গেলাম, ভাগ্য ভাল এবার পেয়ে গেলাম। কোন ভাবে একবার না বলে দিলে আর হ্যাঁ হয় না। যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ হল, এরপর টিকেট। জুবা থেকে রওয়ানা হলাম ঢাকার পথে, প্রথমে জুবা থেকে এন্টেবি- খার্তুম- সারজাহ- ঢাকা। বেশ লম্বা সফর।



জুবা থেকে বিকেল তিনটা তিরিশ মিনিটে আমাদের বিমান উড়াল দিল, ফ্লাইট টাইম এক ঘণ্টা, সাড়ে চারটার সময় আমরা এন্টেবিতে ল্যান্ড করলাম। এক রাত এখানে থাকতে হবে। সন্ধ্যার দিকে এন্টেবির কিটোরো বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করলাম। এখানে দাম রিজনেবল, ফলের দাম একটু কম, এখানকার কলা খেতে বেশ মজা এবং দামও অনেক কম।



পরদিন দুপুরে যাত্রা শুরু হল এন্টেবি বিমানবন্দর থেকে। গন্তব্য সুদানের রাজধানী খার্তুম। ফ্লাইট টাইম দুই ঘণ্টা তিরিশ মিনিট। খার্তুমের সময় একটা তিরিশ মিনিটে বিমান খার্তুম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল। এরাইভালে আসার পর এন্ট্রি ফর্ম ফিলাপ করে লাইনে দাঁড়ালাম। সবাই চুপচাপ, যে যার কাজ করছে, ভিসা চেক করে পাসপোর্টে সিল মেরে দিল। এখানে সব

মালপত্র স্ক্যানারের ভিতর দিয়ে চেক করে নেয়। পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা বাইরে চলে আসলাম।



### থারুম শহরে

তখন বেলা দুইটা বাজে, বিমান বন্দরের বিশাল দরজা পেরিয়ে আসতেই তীর সোনালি সূর্যের আলো চোখ ধাক্কা দিয়ে দিল। আকাশ তীর নীল, বেশ গরম সাথে আলোর বন্যা। ট্যাক্সি আছে, ড্রাইভাররা এসে কোথায় যেতে চাই জানতে চাইল, বেশ ভাল লাগল এদের ব্যবহার। এক ড্রাইভার তার মোবাইল ফোন দিল কথা বলার জন্য, আমরা টাকা দিতে চাইলাম সে নিল না, বেশ আন্তরিক মনে হল। বিমান বন্দর থেকে বাইরে এসে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অফিসে গেলাম। কাছেই অফিস, হেঁটে চলে আসলাম, রিসিপসানে জানালো পরের দিন আসতে হবে। আজ রাতে আমাদের ফ্লাইট তাদেরকে জানালাম, কাগজপত্র নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে, কিছুক্ষণ পর সিল মেরে ফেরত দিয়ে দিল।



### থারুমের রাস্তায়

বিমান বন্দর থেকে বের হতে টোল দিতে হয়, বাহিরে বেশ খোলামেলা। রাস্তাগুলো ওয়ান ওয়ে, তিন তিন করে ছয় লেনের রাস্তা। এর দুপাশ দিয়ে আরও দুই দুই করে চারটা লেন। সব মিলিয়ে শহরের মূল রাস্তা দশ লেনের। রাস্তা গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা। রাস্তার দুপাশে জায়গা রেখে দোকান পাট, ঘরবাড়ী ও অফিস আদালত আছে। ট্রাফিক জ্যাম নেই, এক রাস্তাতে দামি গাড়ির পাশাপাশি খচ্চরে টানা একা গাড়িও চোখে পড়ে। প্রাচুর্য ও অভাব এখানে পাশাপাশি চলছে। পুরাতন অনেক ঘরবাড়ী ভেঙ্গে নতুন কাঠামো গড়ে উঠছে। চলছে ভাঙা গড়ার সেই নিত্য আয়োজন। এখানে সব গাড়ি বাম হস্তে চালিত, রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চলে।



## খার্তুম শহরে

আজ রাতেই আমাদের ফ্লাইট, হাতে সময় কম। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমাদের গন্তব্যে চলে এলাম। একটু ফ্রেশ হয়ে বিকেল বেলা বের হলাম। এই সুযোগে শহরটা দেখব বলে ঠিক করলাম। প্রথমে গেলাম সুক আল আরাবি এলাকাতে। এটা বাজার এলাকা, এখানে টাকা বদলে নিলাম। সুদানে এখন বেশ মূল্যস্ফীতি চলছে, ডলার ব্যাংক থেকে বদলে নিলে চার পাউন্ড আর বাইরে সাড়ে সাত কিংবা আট পাউন্ড করে পাওয়া যায়। এখানে বিশাল একটা শপিং মল আছে, আল ওয়াফা শপিং মল। সব জিনিসপত্রই এখানে পাওয়া যায়, দামও বেশ সশ্রয়ী। কিছু চকলেট ও ফল কিনলাম নিজেদের জন্য। এখানে গোল্ড মার্কেট আছে, যেহেতু সোনার কিছু কিনব না এবার তাই এটা দেখতে যাইনি। দুবাই গোল্ড সুকের কাছে এগুলো কিছুই না।

দেখতে দেখতে মাগরেবের আজান দিয়ে দিল। এই শহরে অনেক মসজিদ, চারিদিকেই আজানের শব্দে এলাকা মুখরিত। সন্ধ্যার পর হলাকা ঠাণ্ডা আবহাওয়া, বিকেলে খার্তুমের মানুষেরা সপরিবারে নীল নদের পারে সময় কাটাতে আসে। এখানে নীলের পাড়ে অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান, বসার জায়গা এবং পার্ক বানানো হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে খেলার ব্যবস্থা। বেশ সুন্দর সময় কাটানোর সুযোগ এখানে গড়ে উঠেছে। নীল নদের পাড় থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে নদীতে ভাসমান রেস্টুরেন্ট আছে, আছে নদীতে ভ্রমণের জন্য সাজানো গুছানো বড় ছোট নানা আকারের ইঞ্জিন বোট ও নৌকা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা চমৎকার।



নীল নদের পারে গড়ে উঠা বিনোদনের জায়গা

আমাদের গাড়ি রাস্তার পাশে পার্ক করে নদীর পাড়ে এলাম। এটা চার লেনের রাস্তা। স্ট্রীট লাইট আছে রাস্তাগুলোতে। নদীর পাড় আলো ঝলমলে। আরবি ও নানা ভাষার গান বাজছে। নদীর পাড় দিয়ে মাইলের পর মাইল এই ধরনের আয়োজন। অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান আছে এখানে, সাথে বসার জায়গা, ছাতার নীচে চেয়ার পাতা রয়েছে, সুন্দর ওয়াকওয়ে আছে, সেখানে মানুষ হাঁটছে, বাচ্চারা দৌড়া দৌড়ই করছে। ফেরিওয়ালারা আইসক্রিম এবং খেলনা ফেরি করছে। বেশ কিছুক্ষণ নিল নদের পাড়ে হাঁটলাম। সুন্দর আবহাওয়া, হালকা ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস, আলো ঝলমলে খার্তুম শহর, নীলের উপর বানানো অনেক আলোকিত ব্রিজ, ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি চলাচল, নদীতে নৌকা ও বোটে ভ্রমণরত মানুষ দেখতে দেখতে অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম।

এরপর একটা স্টলের সামনে এসে চিকেন সোয়ার্মার অর্ডার দিলাম। সেলফ সার্ভিস, কিছুক্ষণ পর তৈরি হয়ে গেল। নিয়ে এসে ছাতার নীচে বসলাম। নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে সময়টা উপভোগ করলাম সুন্দর ভাবে। দোকানী শিক্ষিত যুবক, দুবাইতে ছিল এখন নিজের দেশে এসে ব্যবসা করছে। তার কাছে তার দেশ বিদেশ থেকে প্রিয়। আমাদেরকে বলল, সন্ধ্যাটা সে এখানেই পাড় করে তার বন্ধুদের সাথে, একইসাথে ব্যবসাটাও দেখে। অর্ডার নেয়ার পর আবার সে খেলতে বসে গেল। এই জায়গাটা ছাড়া তার মতে খার্তুমে আর কোন সময় কাটানোর মত সুবিধা নেই। অনেক সুদানি ও বিদেশী সপরিবারে এখানে এসে রাতের খাবার সেরে ফেলছে। নীচে নদীতে চলছে বোট ট্রিপ, গান বাজছে বোটে, মাঝ নদীতে যাত্রীদের নিয়ে গিয়ে আবার পাড়ে নিয়ে আসে। লম্বা লাইন হয়ে যায় মাঝে মাঝে।



নীল নদের উপর ব্রিজ

অনেক ব্রিজ আছে নিল নদের উপর। ব্রিজগুলো বেশ সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন এগুলো আরও সুন্দর লাগে। এবার এই ব্রিজগুলোতে যাওয়া হয়নি। দেশ থেকে ফিরে এসে বেড়াব আসা করি। এখানে বলে নেয়া ভাল যে, সুদানে ছবি তোলা প্রায় নিষিদ্ধ। পুলিশ দেখলে নাকি ক্যামেরা নিয়ে নেয় এবং হেনস্থা করে। তাই

দেখে শুনে ছবি তুলতে হয়। আমাদের ফ্লাইট মধ্য রাতে, এখানে থাকা যাবে না বেশীক্ষণ। তাই নাস্তা শেষ করে উঠে পড়লাম।

রাতে সময় মত বিমানবন্দরে চলে এলাম। ভেতরে যাওয়ার গেইট একটু ছোট। তবে ভেতরে বেশ জায়গা আছে। অনেক সুদানি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাতায়াত করে ব্যবসার জন্য, বিশেষ করে আরব আমিরাতে, তাই যাত্রী প্রচুর। বিমান বন্দরের ভেতরতা কেমন যেন অন্ধকার মনে হল। ভেতরে একটা ফাস্ট ফুডের স্টল আর একটা সুভেনিরের দোকান, এছাড়া ডিউটি ফ্রি এলাকাতে আর কিছু নেই। সব ফরমালিটিজ শেষ করে বোর্ডিঙের জন্য বসলাম। বিমান যাত্রীতে ভরপুর। খার্তুমে কিছু সময় কাটিয়ে সারজা হয়ে ঢাকার পথে উড়াল দিল আমাদের বিমান।

### ঢাকা থেকে খার্তুমের পথে

বাংলাদেশ থেকে সুদানের খার্তুম চলেছি, সকাল সাতটায় বিমান বন্দরে এসে সব ফরমালিটিজ শেষ করলাম। বিমান শারজা হয়ে সুদানের রাজধানীতে যাবে। মাঝখানে বেশ বড় যাত্রা বিরতি আছে। প্রায় পাঁচ ঘন্টা বিমানে উড়ে সারজা সময় দুপুর একটা তিরিশ মিনিটে আরব আমিরাতের এই প্রদেশে পৌঁছে গেলাম। রাত আটটার সময় আমাদের খার্তুমগামী ফ্লাইটের চেকইন হবে। বেশ কয়েক ঘন্টা অলস অবসর। ডিউটি ফ্রি শপ আছে, তবে এটা বেশ ছোট দুবাই ডিউটি ফ্রি শপের তুলনায়। যাওয়ার পথে কেনাকাটা করেছি ফেরার পথে আর কিছু কেনার ইচ্ছা নেই।



### ট্রানজিট লাউঞ্জ- শারজাহ

কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে লাঞ্চার জন্য বসলাম। ফুড কর্নারে মাগডোনাল্ডস, ভারতীয়, চাইনিজ, আরবি আর ইংলিশ খাবার আছে। কফি ও মিষ্টি, পেস্ট্রি ইত্যাদি শপ ও আছে এখানে। আমরা চাইনিজ খাবারের অর্ডার দিলাম। পঁচিশ দেহরহাম করে জনপ্রতি। ভালই লাগল খেতে। এয়ারপোর্ট বেশ পরিচ্ছন্ন, বসার ভাল ব্যবস্থা আছে, ফ্রেস আপের জন্য ও সুন্দর আয়োজন। সব মিলে সময় খারাপ কাটে না। বেশ বড় এলাকা নিয়ে এয়ারপোর্ট, দূরে শারজাহ

শহরের আকাশচুম্বী ঘরবাড়ী দেখা যায়। বহু দেশের মানুষের আনাগোনাতে বিমান বন্দরের ট্রানজিট টার্মিনাল মুখরিত। রাশিয়া ও সেন্ট্রাল এশিয়ার অনেক দেশে এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।



বিমান বন্দর থেকে - দূরে সারজা শহর

সন্ধ্যার দিকে ডিনার করে ফেললাম। এই বিমানে খাবার কিনে খেতে হয়। বিমান থেকে না খেয়ে এয়ারপোর্টে খেয়ে নেয়া ভাল, অনেক পছন্দের মজার খাবার এখানে পাওয়া যায়। রাত দশটা তিরিশ মিনিটে প্লেন খার্তুমের উদ্দেশে উড়াল দিল। ফ্লাইট টাইম চার ঘণ্টা পনের মিনিট। স্থানীয় সময় রাত একটাতে আমরা খার্তুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। সারজা থেকে রাতে উড়ার পর ঝলমলে সারজা শহর দেখা হল, নামার সময় খার্তুমের আলো শারজা'র তুলনায় কিছুই নয়, তবে একেবারে খারাপ না এখানকার আলোকসজ্জা।

আজ খুব দ্রুত ইমিগ্রেশান পার হয়ে গেলাম। আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে রাত দুইটা তিরিশ বেজে গেল। খার্তুমের রাস্তার বাতি জ্বলছে তবে শহর নিদ্রা মগ্ন। এসে ফ্রেস হয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে একটু দেরি করেই উঠলাম। আজকে শহরটা একটু ভালভাবে ঘুরে দেখব। শুক্রবার আজ, জুম্মার নামাজ আছে। নামাজ পড়তে কাছের একটা মসজিদে গেলাম। মসজিদের তিন দিক খোলা, পাকা চত্বর মাঝে দোতলা মসজিদ। ভেতরে পরিষ্কার, এসি আছে, মার্বেল পাথরের টাইলস দিয়ে বানানো পিলার, মেঝেতে পুরো কার্পেট লাগান। ভেতরে একতলা দোতলা মিলে পাঁচ'শ র মত মুসল্লি বসতে পারে। ভেতরে ভরে গেলে বাহিরে রোদ ও ছায়াতেও অনেকে নামাজ পড়ে। ইমাম সাহেব আলাদা রেলিং এ ঘেরা স্টেজ এর উপর দাঁড়িয়ে একটা লাঠিতে হাত রেখে খুতবা দেন। অনেকক্ষণ ধরে খুতবা চলে। নামাজের আগে ও নামাজের মাঝে দোয়া করেন ইমাম সাহেব। সাদা, কালো, দক্ষিণ এশিয়া প্রায় সব ধরনের মানুষ দেখলাম এই

মসজিদে। অনেককে ইন্দোনেশিয়ার কিংবা চীন দেশের মনে হল। এরা কোন না কোন ভাবে এখন সুদানের নাগরিক।



শহর এলাকা- খার্তুম

নামাজ শেষে লাঞ্চ করে শহরে ঘুরতে বের হলাম। বাহিরে বেশ রোদ, এই রোদে বেশি বেড়ানো যাবে না। আমরা নীল নদের পাড়ের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে একটা বাস স্ট্যান্ড। আমাদের দেশের মতই ভিড়, রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে যাত্রী ডাকছে। পেছনে গাড়ির জ্যাম হয়ে গেছে। সেই পুরাতন গল্প। আমরা মূল রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁচা রাস্তায় চলে এলাম। নদীর পাড়ে ঝাউ বনের মত এলাকা। এই ঝোপ গাছের ছায়াতে খার্তুমবাসিরা ছুটির দিনে ভিড় করে, এখানে পিকনিক করে, মাছে ধরে, আড্ডা জমায় আর ইচ্ছা থাকলে বোটে করে নীল নদের বুকে বেরিয়ে আসে। গাছগুলো বেশ ছায়া দেয়, গাছের ছায়ায় মানুষজন বসে গল্প করছে, সপরিবারে এসে কেউ বারবিকিউ বানাচ্ছে, পিকনিক করছে কয়েকটা দল। অনেক ফেরিওয়ালা আছে এখানে। অলস সময় শুয়ে বসে কাটাচ্ছে কেউ। নীল নদের পাড় এখানে পানির লেবেলে, বেশি কাছে গেলে কাঁদা মাটি। সেখানে চেয়ার পেতে মাছ ধরছে অনেকে। বোট অপেক্ষা করছে যাত্রীদেরকে নদীতে ভ্রমণে নিয়ে যাবার জন্য। বোটে গান বাজছে মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য।



দূর থেকে দেখা ব্রিজটি

কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটালাম। খার্তুম শহরটা নীল নদের দুই পাড়ের এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। দুদিকে পারাপারের জন্য অনেক ব্রিজ আছে নদীর উপরে। প্রত্যেকটা ব্রিজের নক্সা আলাদা, এবং একেকটা একেক রকম। গতবার এপারেই ছিলাম, এবার ব্রিজ পাড় হয়ে অন্য পাড়ে রওয়ানা হলাম। নীল নদের



উপর অনেকগুলো ब्रिज बानिये दुईदिकेर साथे सेतुबन्धन तैरि करा हयैछे।आमरा एकटा ब्रिज पाड़ हओयार समय आरेकटा ब्रिज देखलाम, ओपारे गिये किछुक्षण बेरिये अन्य आरेकटा ब्रिज दिये आबार एपारे चले एलाम।



### नदीर अन्य पाड़ेर जनपद- थारुम

नदीर दुपारेई अनेक सुन्दर सुन्दर भवन ओ स्यापना तैरि हळ्छे, किछु हयै गेछे इतिमध्ये। एदेशे छवि तोला माना, तबे चलते चलते किछु छवि तुललाम। रास्तागुलो परिस्कार, चमङ्कार ट्राफिक ब्याबस्था, मार्वे मार्वे पुलिश आछे तबे सबाई नियम मेने चलछे। नदीर दुदिकेर एलाकाई उन्नत। अनेक मसजिद देखलाम, आधुनिक किछु स्यापनाओ देखलाम, किछु निर्माण काज चलछे। मोटकथा उन्नयनेर छैया आछे बुवा यय। घुरे आनन्द पेलाम।



### रास्तार पाशेई सुन्दर स्यापना

रास्ता दिये याओयार पथे एकजन पताका बिक्रेताके देखलाम। गाड़ि थामिये पाँच पाउन्ड दिये सुदानेर एकटा पताका किने निलाम। बेश सुन्दर पताका, दाम आमामेदर देशेर तुलनाय बेशि हलेओ कोयालिटी बेशि ভাল। साउथ सुदाने एई पताकार दाम पड़े दश पाउन्ड, दुई डलारेर बेशि।एबार देश थेकेओ बांग्लादेशेर पताका निये एसेछि कयैकटा।



## খার্তুমের রাস্তায়

এবারে নীল নদের পাড় ধরে সমান্তরাল রাস্তা দিয়ে চলছি। রাস্তার পাশে নদীর ধারে চেয়ার পাতা আছে। দোকানপাট সবগুলো এখন ও খোলেনি, সন্ধ্যার পর এসব জায়গা জমজমাট হয়ে উঠে। আমরা আফ্রা নামে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কিছু কেনাকাটা করতে আসলাম। বেশ বড় এবং সুন্দর ভাবে সাজান একটা শপিং মল। সামনে বিশাল পারকিং এলাকা, বাগান ও ঘুরে বেড়ানোর জায়গা। মলে ঢুকতেই দেখলাম আজকে এখানে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। নাটক ও সার্কাসের মত, অনেক দর্শক ভিড় করে দেখছে। অনেকে মোবাইলের ক্যামেরাতে ছবি তুলছে। আমরা সিকিউরিটির অনুমতি নিয়ে ছবি তুললাম।



## রাস্তার মোড়ে-খার্তুম

বেসমেন্টে সেনা শপিং মল, এখানে সব ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। বিশাল মল। কিছু চকলেট, বিস্কিট আর ফল কিনলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে এই ফাকে। মল থেকে বের হয়ে নীল নদের পাড়ে একটু হাওয়া খেতে বের হলাম। এখানে আসর জমে উঠছে, তবে আমাদের আজ এখানে বসার ইচ্ছে করছিল না। আরেকটা বড় পাইকারি দোকানে গেলাম। এখানে সব জিনিসের দাম মলের তুলনায় অনেক কম। আগে জানলে এখান থেকে অনেক কিছুই কেনা যেত। রাতে আর কোথাও যাইনি।



## শহর এলাকা- খার্তুম

পরদিন সকাল বেলা একটু দেরি করেই উঠলাম। আজকে আমাদের এন্টেবির ক্লাইট ধরতে হবে। দুপুর পর্যন্ত হাতে সময় আছে। খার্তুমে দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে। আজকে আশেপাশের এলাকা দেখতে বের হলাম। সূর্যের আলো

বেশ তীব্র, আকাশ ঘন নীল, আবহাওয়া এখনো পুরো পুরি তপ্ত হয়নি। কাছেই একটা বড় দোকান আছে। হেঁটেই রওয়ানা হলাম। এখানে প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। হাতে এখন ও কিছু সুদানিজ পাউন্ড আছে। সেগুলো দিয়ে টুকটাক কিছু কিনলাম। বেশি নেয়া যাবে না ওজন বেড়ে যাবে।

দুপুরে লাঞ্চ করে বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হলাম। বিশাল রাজপথ, দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিমান বন্দর টোল প্লাজার কাছে চলে এলাম, আমাদের গন্তব্য ডি পারচার লাউঞ্জের দিকে। আজ দিনের আলোতে জায়গাটাকে ভালই লাগল। সাদা ক্যানভাস দিয়ে ছাতার মত শেড বানানো আছে। আজ গেইটে কোন সমস্যা হয়নি। নিয়ম মার্কিন চেকইন করে ইমিগ্রেশনে এলাম। পাসপোর্টে সিল মেরে দিল, আমরা ভেতরে চলে এলাম। এবারের মত সুদান ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি। আবার কবে আসা হবে কে বা জানে। “অযথা মায়া বাড়াইয়া কি লাভ, পৃথিবীতে কে কাহার”। শেষ বারের মত শহরটাকে বিদায় জানালাম, বিদায় খার্তুম, বিদায় সুদান।